



উইন্ডোজ ৮-এ

সিকিউরিটি সেটিংয়ের জন্য কার্যকর উপায়

লুৎফুল্লাহ রহমান

ইদানীং তথ্যপ্রযুক্তি পণ্য যতই উৎকর্ষের শীর্ষে উপনীত হোক না কেন, কমপিউটিং বিশ্বের কোনো ব্যবহারকারীই ডাটার নিরাপত্তার ব্যাপারে শতভাগ নিরাপদ ও নির্বেদ্য থাকতে পারছেন না বিভিন্ন কারণে। যেমন, স্প্যাম ভাইরাস হ্যাকার ইত্যাদি। ডাটার নিরাপত্তার ব্যাপারে উদ্বিগ্ন থাকার বিভিন্ন কারণ যেমন রয়েছে, তেমনই রয়েছে সমাধানের উপায় অর্থাৎ কমপিউটারকে প্রোটেক্ট করা। কমপিউটারকে প্রোটেক্ট করা যায় প্রাইভেসি কনফিগার, আপডেট, উইন্ডোজ ফায়ারওয়াল ইত্যাদি সেটিং করার মাধ্যমে।



অনুমোদিত অ্যাপ্লিকেশন

এজন্য প্রথমে বেছে নিন এমন অ্যাপস, যা ফায়ারওয়ালের মাধ্যমে অনুমোদিত হয় অর্থাৎ ফায়ারওয়াল যেসব অ্যাপস অনুমোদন করবে সেগুলো বেছে নিতে হবে। যদিও নতুন Secure Boot ফিচার শুরু থেকেই দেয় প্রাথমিক নিরাপত্তা, কেননা সবসময় কিছু নির্দিষ্ট বেসিক বিষয় প্রত্যেক উইন্ডোজ ৮ ব্যবহারকারীর সেট করা উচিত। অবশ্য উইন্ডোজের অ্যাকশন সেন্টারে আপনি পাবেন বেশ কিছু সেটিং এবং অপশন, যেগুলো কাস্টোমাইজ করতে পারবেন।

উইন্ডোজ ডিফেন্ডার হলো আরেকটি প্রয়োজনীয় টুল, যা দ্রুতগতিতে স্ক্যান রান করতে পারে এবং নিশ্চিত করে যে আপনার সিস্টেমের নিরাপত্তার বিষয়টি আপ-টু-ডেট করা। উইন্ডোজ ডিফেন্ডারের রয়েছে মাইক্রোসফটের ফ্রি সিকিউরিটি এশেনসিয়াল স্যুটের অনুরূপ ফিল ও লুক। যদি ইতোমধ্যে এটি ব্যবহার করে থাকেন তাহলে আপনার অনুভূতি হবে তেমনই। এ লেখায় সিস্টেমে নিরাপত্তার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজের ছয়টি ধাপ তুলে ধরা হয়েছে, যা সিস্টেম কনফিগার করার সময় দরকার হবে।

ধাপ-১

উইন্ডোজ ৮-এর নতুন ব্যবহারকারীদের জন্য করণীয় বিষয়গুলোর মধ্যে অন্যতম প্রথম কাজটি হলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপডেট সেটআপ করা, যা

সবার জন্য উচিত। স্টার্ট স্ক্রিনের যেকোনো জায়গায় Action টাইপ করুন। এর ফলে সার্চ বার স্ক্রিনের ডান দিকে পপ-অপ করবে এবং প্রয়োজনে টেক্সট সম্পন্ন করার জন্য উপস্থাপন করবে একটি সার্চ বক্স। এরপর Search বারে Settings-এ ক্লিক করুন এবং সিলেক্ট করুন Action Center আইকন, যা মূল স্ক্রিনের বাম দিকে আবির্ভূত হবে। অ্যাকশন সেন্টার গতানুগতিক ডেস্কটপ উইন্ডোতে ওপেন হবে। বর্তমান সেটিং উন্মোচন করার জন্য সার্চ লিন্কে ক্লিক করুন এবং চেক করে দেখুন যে উইন্ডোজ আপডেট On-এ সেট করা আছে। এবার বাম সাইটের Control Panel Home সিলেক্ট করুন এবং এরপর Systems and Security-তে ক্লিক করে Windows Updates-এ ক্লিক করুন। এবার বাম দিকের টাস্ক প্যান থেকে আপনি ম্যানুয়ালি আপডেট চেক করতে পারেন, আপডেট হিস্টোরি ভিউ করতে এবং সেটিং পরিবর্তন করতে যেমন আপডেটের উদ্দেশ্যে উইন্ডোজকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে চেক করার জন্য সেট করা ইত্যাদি করতে পারেন।



উইন্ডোজ আপডেট সেটিং বেছে নেয়া

ধাপ-২

যদি আপনি ডেস্কটপ ভিউতে থাকেন, তাহলে উইন্ডোজ কী চেপে স্টার্ট স্ক্রিনে ফিরে যান এবং স্ক্রিনে উপরে ডান প্রান্তে মাউস পয়েন্টারে যান অথবা আঙ্গুল দিয়ে ট্যাপ করুন, যদি আপনি টাচস্ক্রিন ডিভাইস ব্যবহার করেন। এতে চার্মস বার আবির্ভূত হয়। এখান থেকে cog স্ক্রিনে ক্লিক করে Change PC Settings-এ ক্লিক করুন। এবার Privacy সিলেক্ট করুন এবং মাউস বা আঙ্গুল দিয়ে বারকে ডানে বা বাঁয়ে সরিয়ে আপনি বেছে নিতে পারবেন allow বা block Apps এক্ষেত্রে আপনাকে ব্যবহার করতে হবে location, name, account picture এবং মাইক্রোসফটকে অবহিত করতে হবে যদি কোনো ওয়েব লিঙ্ক ব্যবহার হতে থাকে। ইচ্ছে করলে আপনি কুকি ব্লক করার জন্য অপশন বেছে নিতে পারেন এবং পপ-আপ ব্লকিং ইনস্টল

করতে পারেন যদি তা পছন্দ করেন। এতে দ্রুতগতিতে অ্যাক্সেস করার জন্য স্টার্ট স্ক্রিনে টাইপ করুন সিকিউরিটি। এরপর সার্চ বারে Settings-এ ক্লিক করুন। এর ফলে আপনার সামনে উপস্থাপন করা হবে সিকিউরিটি টাস্কের একটি লিস্ট, যা সম্পন্ন করতে বা সম্পৃক্ত করতে পারেন কুকি ব্লকিংয়ের বিষয়টি।



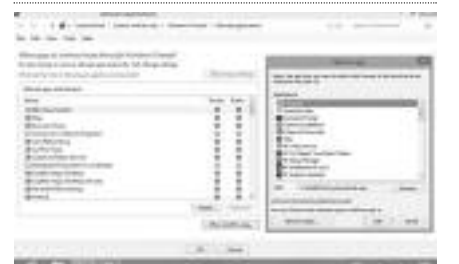
পিসি সেটিং অপশন

ধাপ-৩

উইন্ডোজ ৮ সিডিউল মেইনটেনেন্সের সময় স্বয়ংক্রিয়ভাবে সিকিউরিটি স্ক্যানের দায়িত্বটিও পালন করে যা বাই-ডিফল্টভাবে সেট করা থাকে প্রতিদিন রাত ৩টায়। এতে অন্যান্য কার্যকলাপও সম্পৃক্ত থাকে, যেমন নতুন আপডেটের জন্য চেক করা (ধাপ-১)। যদি আপনার কমপিউটারটি এসময় স্ট্যান্ডবাই মোডে থাকে, তাহলে উইন্ডোজ তার কাজ সম্পন্ন করার জন্য জেগে উঠবে। আপনি ইচ্ছে করলে মাইক্রোসফটের সেট করা সিকিউরিটি স্ক্যানের সময় পরিবর্তন করতে পারবেন। এ কাজটি করার জন্য স্টার্ট স্ক্রিনে অ্যাকশন টাইপ করুন। এরপর সার্চ বার থেকে সেটিংয়ে সিলেক্ট করুন। এবার স্টার্ট স্ক্রিনে Action Center আইকনে ক্লিক করে Maintenance অপশন বেছে নিয়ে Change Maintenance Settings লিন্কে ক্লিক করুন। এটি আপনাকে অনুমোদন করবে কখন স্ক্যান রান করবে তা নির্দিষ্ট করার জন্য। পিসি স্বয়ংক্রিয়ভাবে জেগে যাবে- এই ফিচারকে আপনি ইচ্ছে করলে ডিজ্যাবল করতে পারেন।



সিকিউরিটি অপশন



উইন্ডোজ ফায়ারওয়ালের অ্যাপ্লিকেশন অনুমোদন

সোলার ইমারজেন্সি লাইট

আনোয়ার

বি কল্প বিদ্যুৎশক্তির উৎস হিসেবে সৌরবিদ্যুৎ ধীরে ধীরে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। ইদানীং গ্রামে ও শহরে সৌরবিদ্যুতের ব্যবহার বেড়েছে। এ লেখায় আমরা জেনে নেবো কীভাবে একটি সোলার ইমারজেন্সি লাইট তৈরি করা যায়।

সার্কিটটিকে আমরা চারটি অংশে ভাগ করতে পারি : ০১. সোলার প্যানেল, ০২. ব্যাটারি চার্জার, ০৩. ব্যাটারি এবং ০৪. আউটপুট লোড।

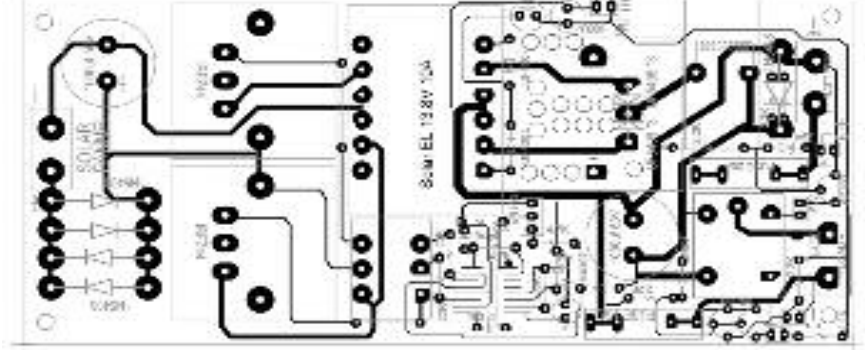
সোলার প্যানেল : সার্কিটটির জন্য প্রয়োজন হবে ৪০ থেকে ১২০ ওয়াটের যেকোনো একটি সোলার প্যানেল। বাজারে এ দুই ধরনের সোলার প্যানেল পাওয়া যায় মনো ক্রিস্টাল ও পলি ক্রিস্টাল এবং এগুলোর দাম প্রতিওয়াট ৬৫ থেকে ৮৫ টাকা।

ব্যাটারি চার্জার : সার্কিটটিতে সোলার প্যানেল দিয়ে ব্যাটারি চার্জ করার জন্য একটি ব্যাটারি চার্জার রয়েছে। চার্জিংয়ের মূল কাজটি করছে একটি পিডব্লিউএম আইসি ৩৫২৫। চার্জারটির ইনপুট ভোল্টেজ ১০ থেকে ২৫ ভোল্ট এবং আউটপুট ভোল্টেজ ১৩.৮ ভোল্ট। চার্জার সার্কিটটি ১০ অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট দিতে সক্ষম।

ব্যাটারি : সোলার ইমারজেন্সি লাইট তৈরি করতে ১২ ভোল্ট ৭ অ্যাম্পিয়ার থেকে শুরু করে ১২ ভোল্ট ১০০ অ্যাম্পিয়ার ব্যাটারি দরকার।

অ্যাম্পিয়ারের ব্যাটারি লাগাতে পারবেন

ব্যাচআপ টাইম নির্ভর করবে ব্যাটারি এবং সোলার প্যানেলের ক্ষমতার ওপর। ৪০ ওয়াটের প্যানেল এবং ১২ ভোল্ট ৭ অ্যাম্পিয়ারের ব্যাটারি ব্যবহার করলে ব্যাচআপ পাবেন ৪ ঘণ্টার মতো।



আউটপুট লোড : সোলার ইমারজেন্সি লাইটের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো আউটপুট লোড সার্কিট। এ সার্কিটটি একটি ৭ থেকে ১২ ওয়াটের এনার্জি সেভিং লাইট ও একটি ২০ ওয়াটের ডিসি ফ্যান চালাতে সক্ষম। আউটপুট লোড সার্কিটের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো ব্যাটারি শেষ হয়ে গেলে লাইট ও ফ্যানকে

স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ করে দেয়া, যাতে ব্যাটারি ডিপ ডিসচার্জ থেকে রক্ষা পায়।

কম্পোনেন্ট লিস্ট

০১. আইসি SG 3525 ১টি। ০২. মসফেট IRFZ44 ২টি। ০৩. ডায়োড IN5408 ১০টি। ০৪. ক্যাপাসিটর 1000 µF 50V ২টি। ০৫. ফিউজ ১৫ অ্যাম্পিয়ার ১টি। ০৬. ফিউজ ১০ অ্যাম্পিয়ার ১টি। ০৭. সোলার প্যানেল ৪০/৬০/৮০/১০০ ওয়াট ১টি। ০৮. ব্যাটারি ১২ ভোল্ট ৭/১৮/২৬/৪০ অ্যাম্পিয়ার ১টি। ০৯.

ডিসি সিএফএল লাইট ১টি। ১০. ডিসি ফ্যান ১টি। ১১. জিনাব ডায়োড 9V ১টি। ১২. জিনাব ডায়োড 12 V ১টি। ১৩. রেজিস্টার ছোট ডায়োড, ছোট ক্যাপাসিটর প্রয়োজনমতো।

সার্কিট তৈরিতে কোনো সমস্যা হলে ই-মেইল করতে পারেন।

ফিডব্যাক : anwar1745@yahoo.com

ধাপ-৪

স্টার্ট স্ক্রিনে আবার ফিরে যান এবং Parental টাইপ করে সার্চ বারের ডান দিকের Settings-এ ক্লিক করুন। এবার Setup Family Safety for any User' অপশনে ক্লিক করুন। উইন্ডোজ ডেস্কটপে সুইচ ব্যাক করবে এবং Family Safety স্ক্রিন ওপেন করবে। এবার Create a new user account-এ ক্লিক করুন। এর ফলে আপনাকে একটি নতুন স্ক্রিন পূরণ করতে হবে, যা নতুন ইউজারদের নাম এবং ই-মেইল অ্যাড্রেসসহ তথ্য জানতে চাইবে। নতুন ইউজারদের একবার যুক্ত করা হলে আপনি প্যারামিটার সেট করতে পারবেন। যেমন ইন্টারনেটে সময় সীমিত করতে, ওয়েবসাইট ব্লক করতে, গেম সীমিত করতে এবং সেগুলোকে অ্যাপস ডাউনলোড করা থেকে নিভৃত করার জন্যও সেট করতে পারেন।



ফ্যামিলি সেফটি সেটিং ফিচার

আপনি অ্যাক্টিভ রিপোর্ট ভিউ করতে পারেন।

ধাপ-৫

সম্ভাব্য সমস্যার জন্য সবসময় আগে থেকেই সতর্ক থাকা খুব জরুরি। তবে বাইডিফল্ট উইন্ডোজ সিস্টেম পরিবর্তন থেকে শুরু করে হোম গ্রুপ মেসেজ পর্যন্ত সবই এনাবল করা থাকে যেগুলো মূলত হয়ে উঠতে পারে খুবই বিরজিকর। কিন্তু সমস্যাটি যখনই সৃষ্টি হয় তখন ব্যবহারকারীরা বিরক্ত হয়ে সব ধরনের সতর্ক বার্তা বন্ধ করে যাতে নির্বিঘ্নে কাজ করতে পারেন। সতর্ক বার্তা তথা



মেসেজ অন অফ করা

অ্যালার্ট সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য স্টার্ট স্ক্রিনে টাইপ করুন action এবং ডান দিকের অপশন সেটিংসে ক্লিক করুন। এরপর বাম দিকের Action Center সিলেক্ট করুন। এবার বাম দিকের মেনু Change Action Center সেটিং সিলেক্ট করুন। এখানে যেসব অ্যালার্ট প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ

হিসেবে মনে করেন শুধু সেগুলোর জন্য টিক বা আনটিক বন্ধ পাবেন। যদি গুরুত্বপূর্ণ অ্যালার্ট মিশিংয়ের ব্যাপারে সতর্ক থাকেন, তাহলে Archived message চেক করে দেখতে পারেন, যা অ্যাকশন সেন্টারের বাম দিকের মেনুতে পাবেন।

ধাপ-৬

উইন্ডোজ ৮ হলো অ্যাপভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেম, তবে এক সময় বিল্ট-ইন উইন্ডোজ ফায়ারওয়ালের মাধ্যমে ওয়েবে অ্যাক্সেস করা থেকে বিরত রাখার জন্য অ্যাপকে ব্লক করতে হতে পারে। আপনি ইচ্ছে করলে এর চারদিকে বিচরণ করতে পারেন, তবে সেই সব অ্যাপ্লিকেশনকেই শুধু ব্যবহার করুন যেগুলো ম্যালিশিয়াস নয় এবং গুরুত্বপূর্ণ। এর ব্যতিক্রম হলে কম্প্যাটিবিলিটির সমস্যার মুখোমুখি হতে হবে। এজন্য স্টার্ট স্ক্রিনে Control panel টাইপ করুন এবং Systems and Security সিলেক্ট করুন। এরপর সিলেক্ট করুন Windows Firewall। এবার বাম দিকের টাস্ক প্যানে Allow an app or feature through the Windows Firewall ক্লিক করুন। এর ফলে আপনি একটি লিস্ট পাবেন যা আপনাকে এনাবল করলে কোন অ্যাপ আনটিক করার জন্য এবং কোনটি ব্লক করার জন্য।

ফিডব্যাক : swapan52002@yahoo.com